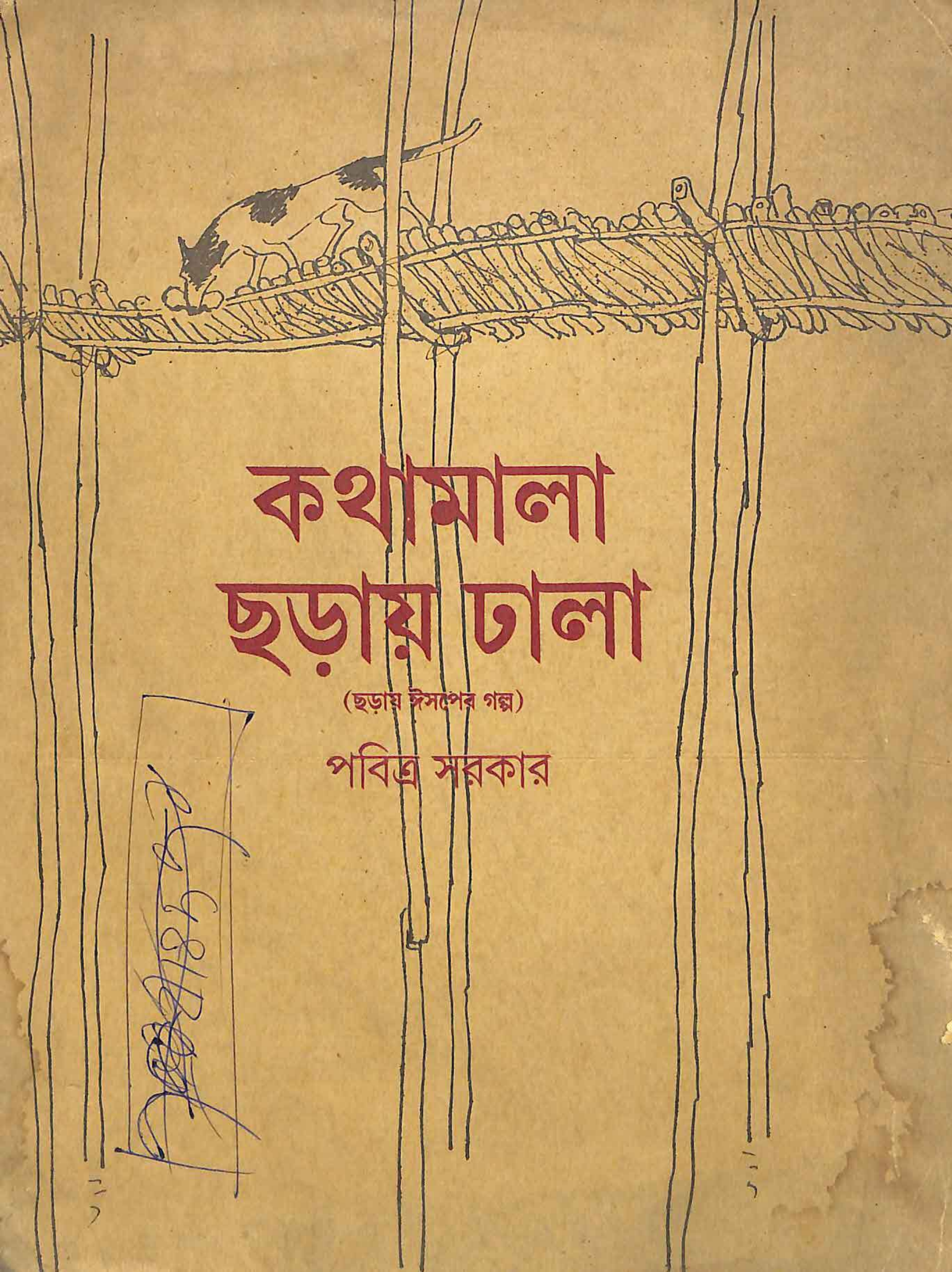


কথামালা ছড়ায় ঢালা

(ছড়ায় ঈসপের গল্প)

পবিত্র সরকার

কথামালা ছড়ায় ঢালা

পবিত্র সরকার

স্বর্ণাক্ষর
পরিবেষক : দে বুক স্টোর

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
দেবব্রত ঘোষ

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৮৮

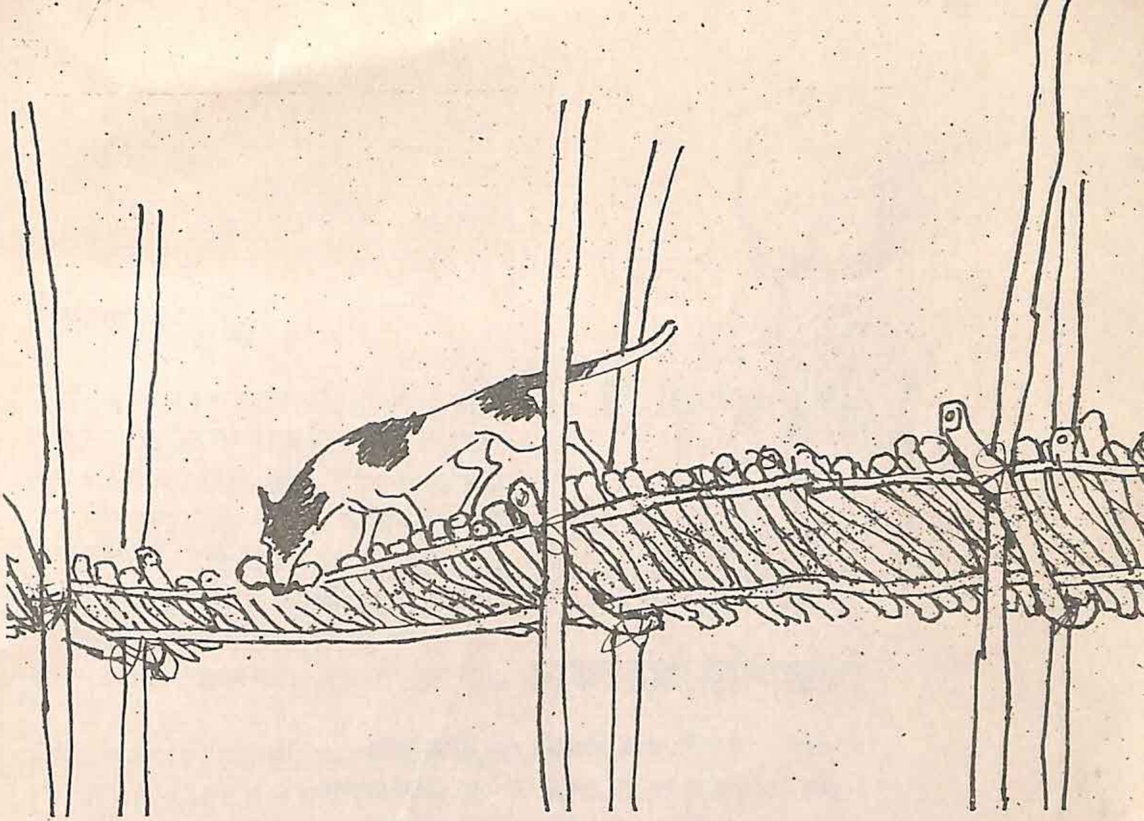
প্রকাশক : শিশির চক্রবর্তী
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা ৭০০০১৯

মুদ্রক : প্রতিক্ষণ প্রেস প্রাঃ লিঃ
কলকাতা-১৫

পরিবেষক : দে বুক স্টোর
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

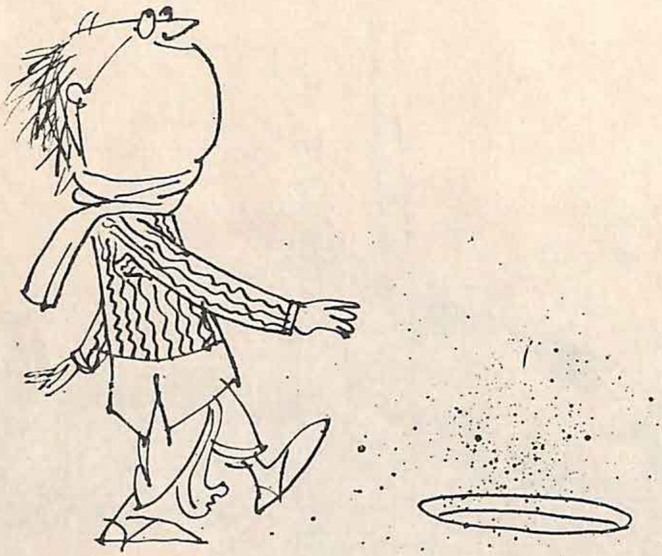
দাম ৬ টাকা

যে পড়ছে, তাকে,
আর তোতা, বেটু, কুরচি, তুন্মা ও তুষিকে
সস্নেহে উপহার দিলাম



বদরাগী কুকুর ও ছায়া

এক যে কুকুর ছিল মেজাজে সে উগ্র,
চলছিল মুখে করে মাংসের টুকরো।
সাঁকো চড়ে পার হয় ছোট এক খাল সে,
জলে তার ছায়া দেখে চোখ করে লাল সে।
ভাবে, নিশ্চয়ই ওটা কুক্কুর অন্য,
হ্যাংলামো করে ওই মাংসের জন্য।
লোভ বড় অপরের মাংসের খণ্ডে—
শিক্ষা দেবে সে ওকে সমুচিত দণ্ডে।
ছায়াকে ভেংচি কাটে নাক-চোখ শিঁটকে,
মাংসটা পড়ে যায় মুখ থেকে ছিটকে।
তখন গর্জে উঠে বহু অভিশাপ দেয়,
প্রতিশোধ নেবে বলে জলেতেই ঝাঁপ দেয়।
ছায়া কামড়াতে গিয়ে লাগে তার বিস্ময়,
জল তোলপাড়, হায়, শত্রু অদৃশ্য !
বদরাগী কুকুরের ভারি হল শাস্তি—
মাংসটা জলে গেল, খাওয়া হল নাস্তি ॥



বিজ্ঞানীর অহংকার

আকাশে স্থির দৃষ্টি রেখে বিজ্ঞানী যান রাস্তা দিয়ে,
ঊর্ধ্বে দূরের গ্রহে তারায় গেছে যে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে।
হাঁটেন যত অবাক চোখে, ভাবেন তত অহংকারে—
'কয়টা মানুষ আমার মতো তারা-গ্রহ চিনতে পারে ?
আমার মতো জ্ঞানী ক-জন ? বুদ্ধি রাখে কয়টা লোকে ?
একলা আমি চিনতে পারি হাজার তারা আর গ্রহকে।
আকাশের এই মস্ত পুথি—জলের মতো মুখস্থ তা,
আর সকলে মূর্খ বড়, সবার মাথা বড্ড ভোঁতা।'

হন্‌হনিয়ে হাঁটেন বেগে, কূপ ছিল এক পথের ধারে,
দূর আকাশে চোখ ছিল, তাই হয়নি নজর একেবারে।
'ঝপাং'—সে এক শব্দ হল, ভরল আকাশ আর্তনাদে,
গাঁয়ের লোকে দেখল এসে, জ্ঞানী আছেন গভীর খাদে।
কুয়োর থেকে তুলল টেনে,—মুখ্যুসুখ্যু মানুষ যত,
বলল, 'হুজুর পরম জ্ঞানী, বুদ্ধি রাখেন মাথায় কত !
একটি কথা নিবেদনের ইচ্ছে করি ওই দু-পায়ে—
রাস্তা দিয়ে যাবেন যখন, লক্ষ্য রাখুন ডাইনে-বাঁয়ে।
সকল সময় চলেন যদি আকাশে দুই চক্ষু রেখে,
প্রায়ই হুজুর তুলতে হবে আপনাকে ওই কুয়োর থেকে।'

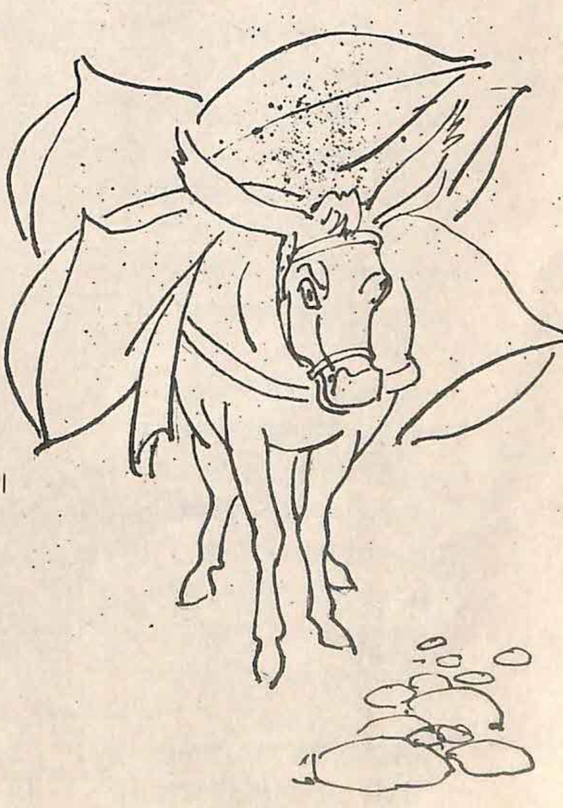
সেদিন থেকে বিজ্ঞানী আর অহংকারে যান না ফুলে,
অন্ধকারে হাঁটেন না আর ওপরদিকে চক্ষু তুলে॥

গাধার বুদ্ধি



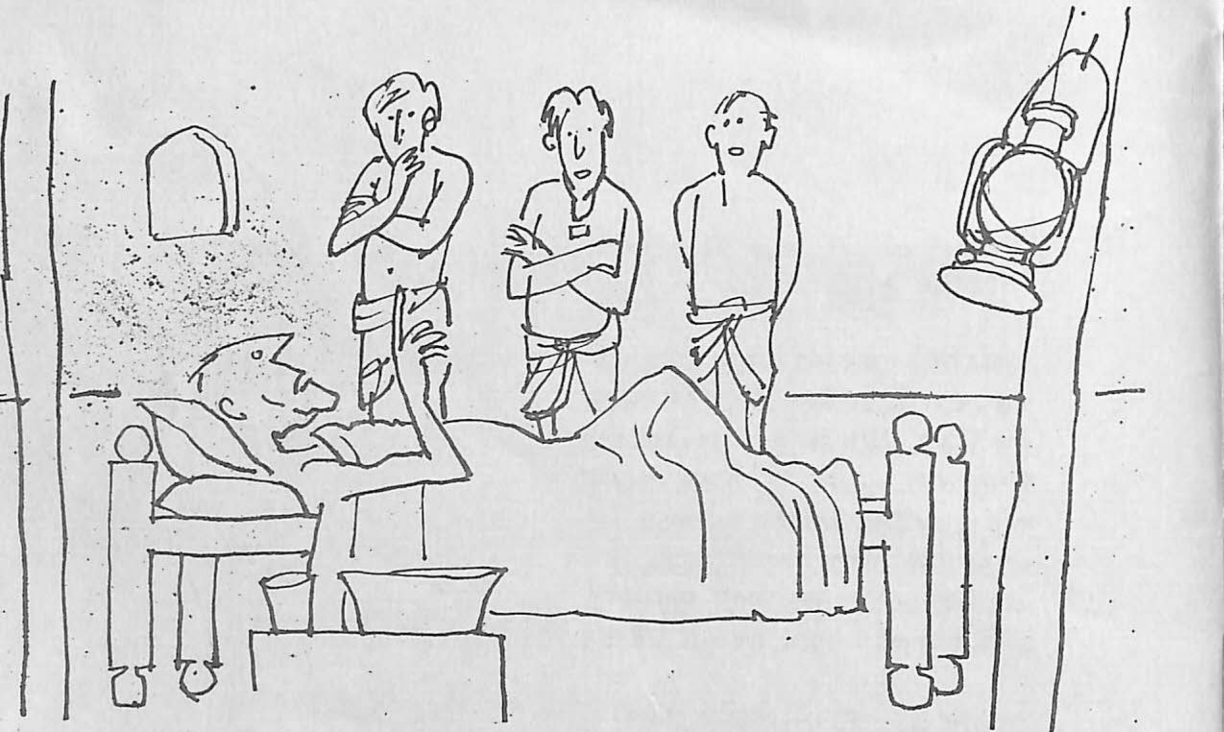
গাধার পিঠে বস্তাকতক চাপিয়ে নুনের ভার
গঞ্জ থেকে নিজের গাঁয়ে ফিরছে দোকানদার ।
পথ উঠেছে রৌদ্রে তেতে, যাচ্ছে বেঁকে পিঠ,
ভাবছে গাধা, 'নুন, না পিঠে সাতাশ পাঁজা ইঁট ?'
কষ্টে গাধার ইচ্ছে করে লম্বা হয়ে শোয়,
পথের মাঝে ডাকিয়ে দু-ঘন্টা ঘুমোয় ।
কিন্তু পিঠে লাঠির খোঁচা মারছে দোকানদার,
চলছে গাধা প্রাণের দায়ে, সুখ মনে নেই তার ।

পার হতে এক ছোট্ট নদী, হড়কে গেল পা—
ঠাণ্ডা জলের মধ্যে গাধা ডুবিয়ে দিল গা ।
লাঠির চোটে ধড়মড়িয়ে উঠল গাধা ফের,
হঠাৎ দ্যাখে, কাণ্ডটা কী ! হালকা লাগে ঢের !
ডুবল জলে বস্তা নুনের, গলল জলে নুন,
ক্ষতির শোকে দোকানদারের মুখটি হল চুন,
কিন্তু গাধার ফুর্তি ভারি, খসল পিঠের ভার ।
মাথার ভেতর দুষ্টুমি এক ফন্দি গজায় তার—



পরদিনই সে আবার নুনের বস্তা নিয়ে যায়,
ইচ্ছে করে নদীর জলে ডিগবাজিটি খায় ।
আবার গেল বস্তা ভিজে, গলল জলে নুন,
ব্যাপার বুঝে দোকানদারের মাথায় চাপে খুন ।
বলল, 'বেটা, তোর চালাকি করছি দাঁড়া বার !'
সেদিন পিঠে তুলোর বোঝা বাঁধল দোকানদার ।

হিসেবমতো নদীর জলে ফের গাধা দেয় ডুব ।
এবার দ্যাখে, কী সর্বনাশ ! লাগছে ভারী খুব !
বুঝল গাধা, ভিজলে জলে বাড়ে তুলোর ভার,
যা ছিল তার ছগুণ ওজন চাপল পিঠে তার ।
টের পেল সে খুব চালাকির বিচ্ছিরি হয় ফল,
বইতে বোঝা এখন গাধার চক্ষে আসে জল ।



গুপ্তধন

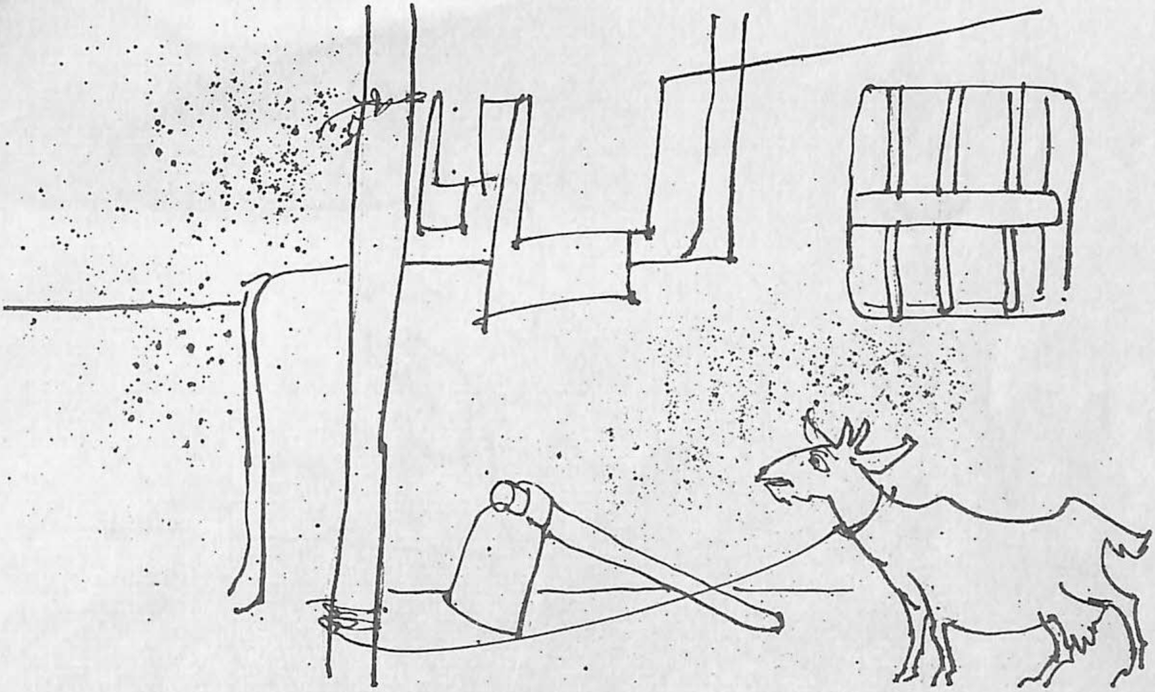
চাষীর ছিল অল্প জমি,
কিন্তু সে খুব পরিশ্রমী।
ঘাম ঝরিয়ে, কষ্টে ক্লেশে
খাটত তাতে প্রাণ ঢেলে যে ;
কোনো অভাব তাই ছিল না—
নিজের হাতে খেতের সোনা
চাষ করে সে তুলত ঘরে,
খেত সে তাই বছর ভ'রে।

তার যে ছিল তিনটি ছেলে—
দুইবেলা তার খাবার গেলে।
হচ্ছিল সব তাগড়া জোয়ান ;
ভরল আশায় চাষীর পরান—
'ছেলেরা সব সমর্থ হয়,
আসছে আমার সুখের সময়।
ধরবে ওরা হাল-গোরুটি,
এবার পাব আমার ছুটি।'

হায়রে চাষীর মিথ্যে আশা।
তিনটি ছেলেই দারুণ খাসা !
যেমন কুঁড়ে, তেমনি বোকা।
বাপ যা করুক বকা-ঝকা
কাজের মুখো হয় না তারা ;
পড়ল রোগে বাপ বেচারা।

ভাবল চাষী, আর দেরি নেই,
মরণ বুঝি আসছে কাছেই,
একটা ছেলেও হয়নি মানুষ,
বয়েস হল, হল না হুঁশ,
বুঝি আমার মরার পরে
খাবে ওরা ভিক্ষে করে।

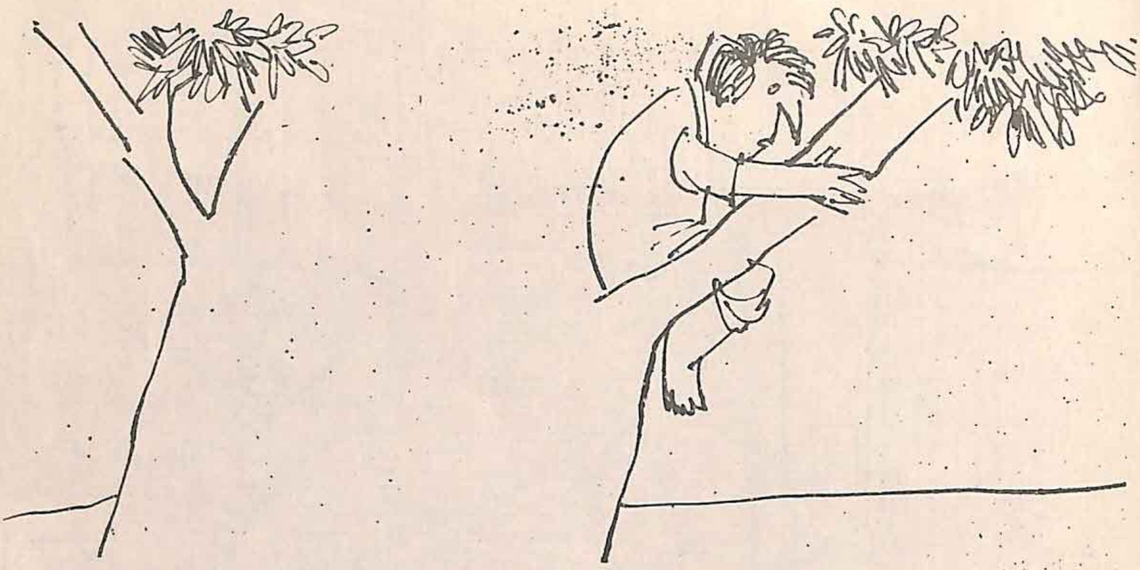
কী ভেবে সে তিন ছেলেকে
খাটের পাশে আনল ডেকে,
বলল, 'বলি গোপন কথা—
সোনা-দানা রইল পোঁতা
ছোট্ট আমার জমির তলায়।
যে খোঁজে সে লক্ষ্মীকে পায়।
খুঁজিস তোরা যত্ন দিয়ে।'
বলেই গেল প্রাণ বেরিয়ে।



বাপের শ্রাদ্ধ চুকিয়ে ফেলে
জমিতে যায় তিনটি ছেলে,
সমস্ত দিন গায়ের জোরে
কোদাল দিয়ে জমিন খোঁড়ে।
ধনরত্ন মাটির নিচে
বাপ রেখেছে, তারই পিছে
ঘুরছে তারা সমস্ত দিন,
চাষ হয়ে যায় সারা জমিন।

কিন্তু কোথায় গোপন সোনা ?
তার দেখা তো কেউ পেল না !
হল সবাই বিশ্রী বেকুব,
বাপের ওপর রাগ হল খুব।
কেন অমন মিথ্যে বলে
ভুলিয়ে গেল আশার ছলে ?
ভাবল, 'যা-হোক, খাটনি গেছে,
খেতে যখন চাষ হয়েছে,
সবটা সেরে ফেলাই ভালো'—
সেই জমিতে বীজ ছড়াল।

হপ্তা কয়েক যাবার পরেই
খেতটা ওঠে শস্যে ভরে।
তিন ভায়ে এক সঙ্গে খেটে
অঘ্রানে নেয় ফসল কেটে।
ঘর ভরে যায় সোনার ধানে।
তখন বাপের কথার মানে
বুঝতে পেরে তিন ভায়েতে
বলল, 'আরে ! সোনার খেতে
লুকিয়ে রাখা সোনা তো এই
সোনার ফসল—পরিশ্রমেই
লক্ষ্মী এসে ওঠেন ঘরে।
অন্য সোনার খোঁজ কে করে ?
বাবার কথায় নেই ছলনা,
ফসল হল আসল সোনা ॥'



বন্ধু কে নয়

বিশাল বনের মধ্য দিয়ে
রাস্তা ছিল মস্ত,
বিকেলবেলা সে পথ ধরে
চলছিল দুই দোস্ত ;
জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে
দুইজনাতেই ত্রস্ত ।

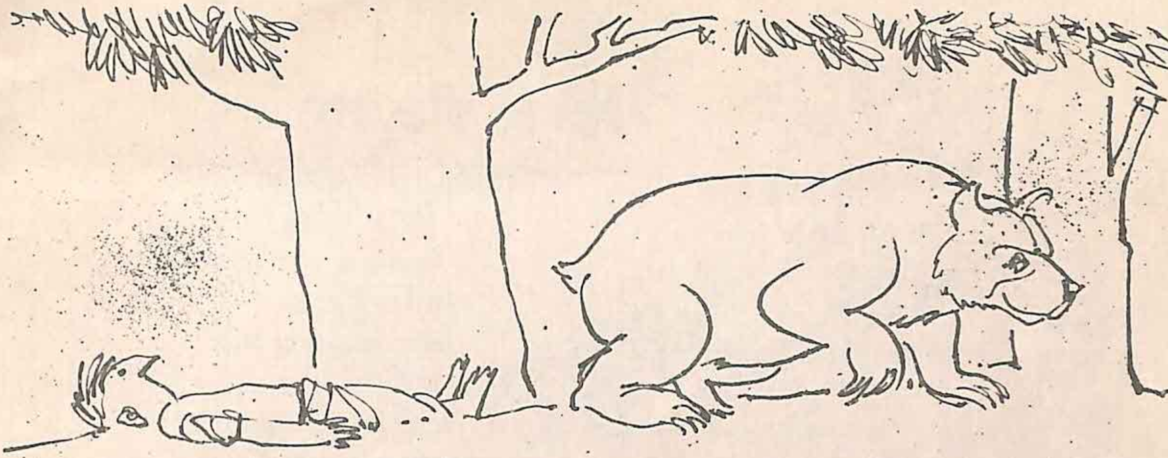
কিন্তু বাঘের ভয় যেখানে
সেইখানে হয় সন্ধে,
বন্ধু দুটি চমকে ওঠে
বোঁটকা কিসের গন্ধে—
দ্যাখে সে-এক বিকট ভালুক
আসছে মহানন্দে ।

ঘাবড়ে গিয়ে একটি ছেলে
করতে থাকে ছটফট—
হঠাৎ দ্যাখে বন্ধুটি তার
কোথায় দিল চম্পট ।
সামনে ভালুক, আর সে একা—
এ কী বিষম সংকট !

আসছে ব্যাটা হাঁ করে ওই,
গিলবে নাকি জ্যান্ত ?
ছেলেটি তাই দৌড় লাগানোর
চেষ্টাতে দেয় ক্ষান্ত,
মাটির ওপর পড়ল শুয়ে
মড়ার মতন শান্ত ।

সামনে এসে ভালুক দ্যাখে,
এ কী আবার উৎপাত !
রাস্তা জুড়ে যুবক ছেলে
চোখ বুজে ওই চিৎপাত ।
ভালুক দেখেই ভয়ের চোটে
প্রাণ গেছে তার নির্ঘাৎ ।

এক্কেবারে মড়ার মতো
নিথর ও নিঃস্পন্দ,
বুক দেখে আর মুখ শুঁকে তার
ভালুক করে সন্দ—
ভয়েই বুঝি এই বেচারার
দম হয়েছে বন্ধ ।



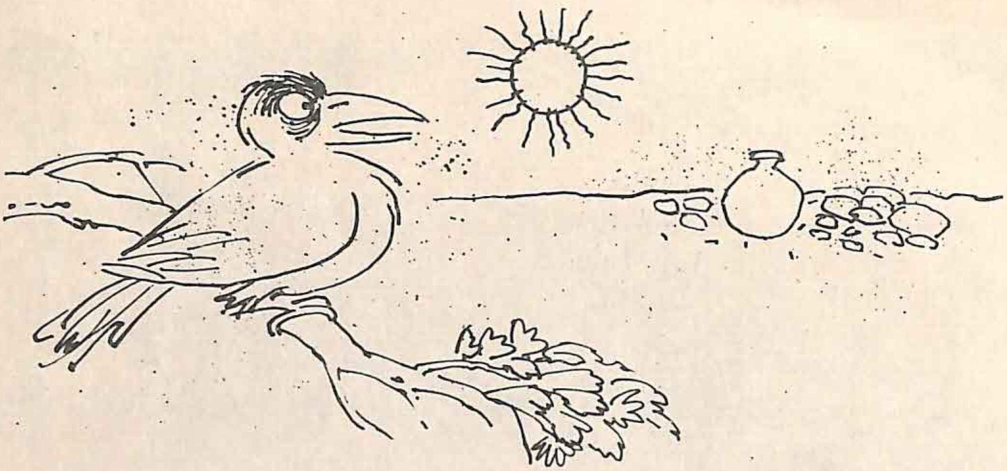
জ্যান্ত ছেলে সাজল মড়া
ফন্দি করে বাঁচতে,
ছল না-বুঝে সরল ভালুক
চলল ফিরে আস্তে ।
ছোঁয় না ভালুক মরা মানুষ—
বারণ যে তার শাস্ত্রে ।

তলায় রেখে বন্ধুকে তার
একলা বিপদগ্রস্ত,
উঁচু গাছের ডালপালাতে
লুকিয়ে ছিল দোস্ত ;
এইবারে সে দৌড়ে এল,
যেন কতই ব্যস্ত ।

বলল, 'বাবা, কী ভাগ্য তোর
প্রাণটা হল রক্ষা !
পথের মধ্যে এ কী বিপদ
বিদ্‌ঘুটে বেমক্কা—
একটু হলে দুইজনারই
হচ্ছিল তো অক্কা ।

যা-হোক, বাবা, জ্যান্ত আছিস,
হচ্ছে দারুণ হর্ষ,
এবার আমায় বল্ দেখি ভাই
গোপন কী রহস্য—
তোর কানে ওই ভালুক দিল
কিসের পরামর্শ ?'

বন্ধু বলে, 'সেই কথাটা
শুনতে যদি ঠিক চাস,
শোন্ তবে, ওই ভালুক আমায়
বলল কানে ফিসফাস—
"বন্ধুকে যে পালায় ফেলে
করবে না তায় বিশ্বাস ।"



কাকের বুদ্ধি

দুপুরবেলা গ্রীষ্মকালে
গাইছিল কাক গাছের ডালে
নানান সুরে 'কঃ-ক-কা-কা'
চারদিকেতে শুকনো ফাঁকা।
হঠাৎ দ্যাখে শেষটাতে ভাই,
বুক ফাটে তার তেষ্টাতে ভাই।
চক্ষে দ্যাখে অন্ধকার,
গানটি থেমে যায় রে তার !
জল না পেলে তৎক্ষণাৎ
প্রাণ যাবে তার অকস্মাৎ।

দূরে মাঠের এক কোণায়
কলসি হঠাৎ দেখতে পায়।
খুব ভরোসা জাগল প্রাণে।
জল আছে নিশ্চয় সেখানে,
'হুশ্' করে সে অতঃপর,
বসল গিয়ে তার ওপর।

কিন্তু এমন ভাগ্য, হায়—
কলসিতে জল খুব তলায়।
দেখেই গেল বুক শুকিয়ে,
কলসিটাতে মুখ ঢুকিয়ে
জল পেল না নাগাল সে,
বিশ্রী হল নাকাল সে।

বুক ফেটে আজ মরব নাকি ?—
পাগল হয়ে ভাবছে পাখি।
চারদিকে চায় কাতর চোখে,
পড়ল নুড়ি-পাথর চোখে
স্তূপ করা ওই পথের পাশে ;
হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি আসে।
অমনি উড়ে যায় সেখানে,
ঠোঁটে পাথর কুড়িয়ে আনে ;
ফেলতে থাকে পাথর সে
কলসিখানার ভেতর সে।

এমনিধারা চলার পরে
কলসিখানা উঠল ভরে,
পাথরগুলো জমল তলায়,
জলটা ঠেলে উঠল গলায়।
কাকটি সে জল বুক ভরে
আশ মিটিয়ে পান করে।

বুদ্ধি যে জন খাটায় তার
বুদ্ধি বিপদ কাটায় তার ॥

শেয়ালের বাড়ি নেমন্তন্ন

এক শেয়ালের মাথায় ছিল
দুষ্ট অভিসন্ধি—
কখন কাকে জব্দ করে—
এই শুধু তার ফন্দি।
বনের মধ্যে সারস পাখির
সঙ্গে ভারি ভাব তার,
'নেমন্তন্ন খাওয়াও' বলে
সারস ধরে আবদার।
শেয়াল বলে, 'বেশ কথা ভাই,
রাত্রে নেমন্তন্ন,
সাধ্যে যা হয় দু-চারটে পদ
রাঁধব তোমার জন্য।'

সমস্ত দিন ভাবছে সারস,
তার মনে খুব ফুর্তি,
শেয়াল দেবে ভোজ, হবে আজ
ঠেসে উদরপূর্তি।
মাছ-মাংসের পাহাড় করে
সাজিয়ে দেবে পাত্র,
আয়েস করে ভূরিভোজন
চলবে সারা রাত্র।

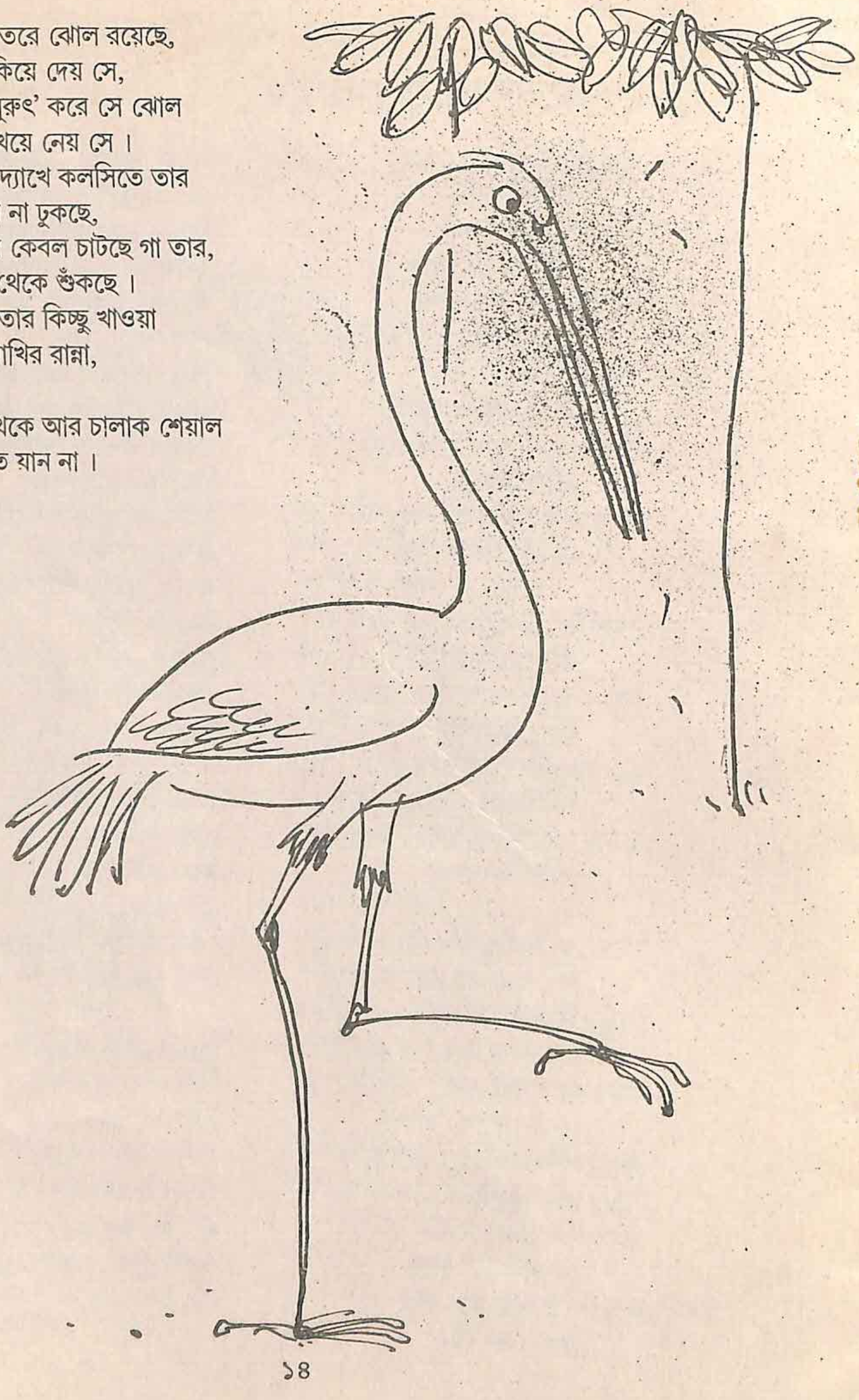
সারস তো ভাই হাজির হল
না পেরোতেই সন্ধে,
পেটের খিদে দ্বিগুণ হল
রান্নাঘরের গন্ধে।
খাবার যখন সময় হল,
শেয়াল ডাকে, 'চটপট্,
দৌড়ে এসে নাও খেয়ে ভাই,
খিদেয় করি ছটফট।'
সারস গেল দৌড়ে, গিয়ে
দেখল যা সে দৃশ্য,
মুখ গেল তার হাঁ হয়ে ভাই,
আঁধার হল বিশ্ব।

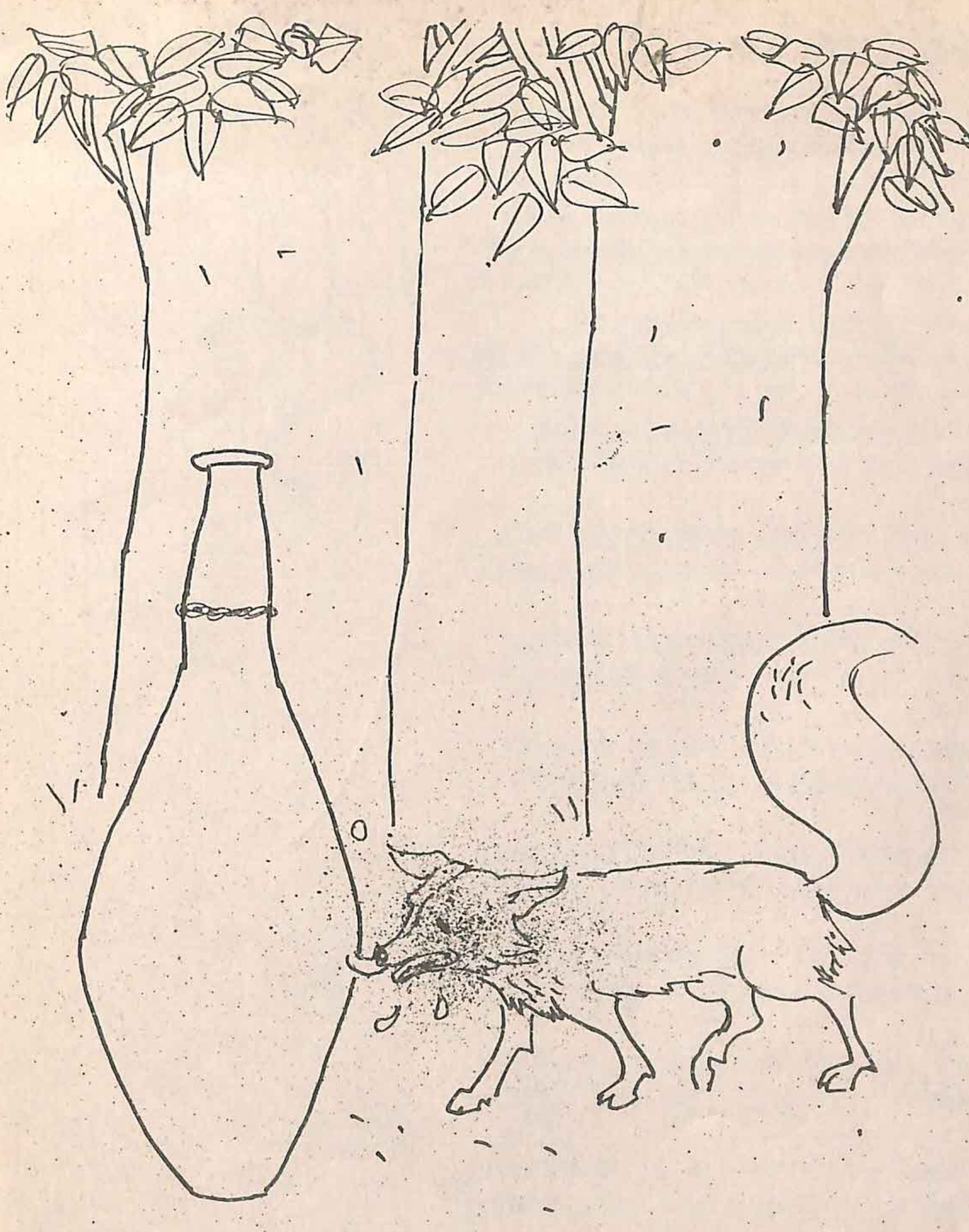
মাংস কোথায়, মিষ্টি কোথায়,
কোথায় বা রুই-কাতলা,
সামনে দুটো মস্ত থালায়
ঝোল ঢালা এক পাতলা।
থালার ওপর ঠোঁট লাগিয়ে
সারস করে চেষ্টা,
কিন্তু সে ঝোল যায় না তোলা
হাল ছেড়ে দেয় শেষটায়।
শেয়াল কিন্তু খুব মজাসে
ঝোলটা চেটে খাচ্ছে,
সারস আছে থমকে, দেখে
আড়চোখে তাকাচ্ছে।
বলছে, 'এ কী! খাচ্ছ না যে?
রান্না হল মন্দ?
আগেই কেন বললে না ভাই
তোমার কী পছন্দ?'
নিজের মনের রাগটি চেপে
সারস বলে, 'ভাই রে,
খেয়ে আমার পেট ফেটে যায়,
এবার বাড়ি যাই রে।
মনে রেখো, কাল খাবে ভাই
এই গরিবের খাদ্য।
তোমার মতো পারব কি? তাও
করব যথাসাধ্য।'

খিদের চোটে পরের দিনে
দিনের আলো থাকতেই,
সারস পাখির নেমন্তন্ন
শেয়াল গেল রাখতে।
আনল সারস খাবার—তারও
বুদ্ধি কি আর কম বা?
কলসি দুখান, গলা তাদের
সরু এবং লম্বা!

তার ভেতরে ঝোল রয়েছে,
ঠোঁট ঢুকিয়ে দেয় সে,
'সুরুৎ সুরুৎ' করে সে ঝোল
সবটা খেয়ে নেয় সে ।
শেয়াল দ্যাখে কলসিতে তার
মুখখানা না ঢুকছে,
তাই সে কেবল চাটছে গা তার,
বাইরে থেকে শুঁকছে ।
হল না তার কিচ্ছু খাওয়া
সারসপাখির রান্না,

সেই থেকে আর চালাক শেয়াল
দুষ্টুমিতে যান না ।





ঘণ্টা বাঁধবে কে ?



রাত্রিবেলা নিঝুম পাড়া, কারো কোথাও নেইকো সাড়া,
কীটপতঙ্গ পক্ষীপশু সবাই ঘুমে আত্মহারা

এমন সময় ওই উঠোনে জমছে কারা সকল কোণে ?
কিচমিচিয়ে বলছে কথা, ঘুমোচ্ছে না কোন্ কারণে ?

দেখছি এ যে ইঁদুরদলে করছে সভা হট্টগোলে,
শুনছে না কেউ কোনোই কথা, নিজের কথাই সবাই বলে ।

সব যেন খুব উত্তেজিত, কিসের ভয়ে সবাই ভীত,
ভীষণ কোনো বিপদ নিয়ে সবাই দেখি খুব ভাবিত ।

সভাপতির পেটটি মোটা, কানদুটো তাঁর ঠিক পরোটা,
বক্তৃতা দেন উচ্চ গলায়—'সবাইকে ও গিলছে গোটা !

একটা কিছু উপায় করো, বেড়াল মারো, নইলে মরো,
দেখবে বাপু এই দুনিয়ায় থাকবে না আর ইঁদুর বড় ।'

যাচ্ছে বোঝা বিপদটা কী—জঘন্য এক বেড়াল নাকি
টপ টপাটপ খাচ্ছে ইঁদুর, নেই বেশি আর ইঁদুর বাকি ।

চ্যাংড়া চালাক ইঁদুর ছিল, দাঁড়িয়ে উঠে বুদ্ধি দিল,
'একটি জিনিস করেন যদি থাকবে না ভয় একটি তিলও ।

বেড়াল মারা, কঠিন যে কাজ, ছাড়ুন এসব ফাঁকা আওয়াজ,
গলাতে তার ঘণ্টা বাঁধুন, ভাবনা কিছুই থাকবে না আজ ।'

'দারুণ কথা ! বাঃ বাহবা !' হাততালি খুব পড়ল সভায়,
'অল্প বয়েস, তবুও দ্যাখো বুদ্ধি কেমন !' বলল সবাই ।

চ্যাংড়া ইঁদুর সব চ্যাঁচাল 'সব চেয়ে এই বুদ্ধি ভালো,
বাঁধতে হবে ঘণ্টা গলায়, এতেই দেখি আশার আলো !

বেড়াল যখন আসবে ছুটে, ঘণ্টা শুনে চমকে উঠে,
আমরা সবাই ভাগব, তখন মরবে খিদেয় ও হিংসুটে !'

সভাপতি বৃদ্ধ তখন বলেন, 'শোনো, হে বাছাধন,
ফন্দিটাতো লাগছে ভালোই, কিন্তু বলো বাবাজীবন,

বাঁধতে হবেই ঘণ্টা, তবে, এই কাজেতে কে এগোবে ?
কে যাবে তার মুখের কাছে,—ইচ্ছা ক'রে শহীদ হবে ?'

গেল না 'টুঁ' শব্দ শোনা, কোনো জবাব কেউ দিল না,
গোঁফ সকলের পড়ল ঝুলে, ফিরল আবার দুর্ভাবনা ॥





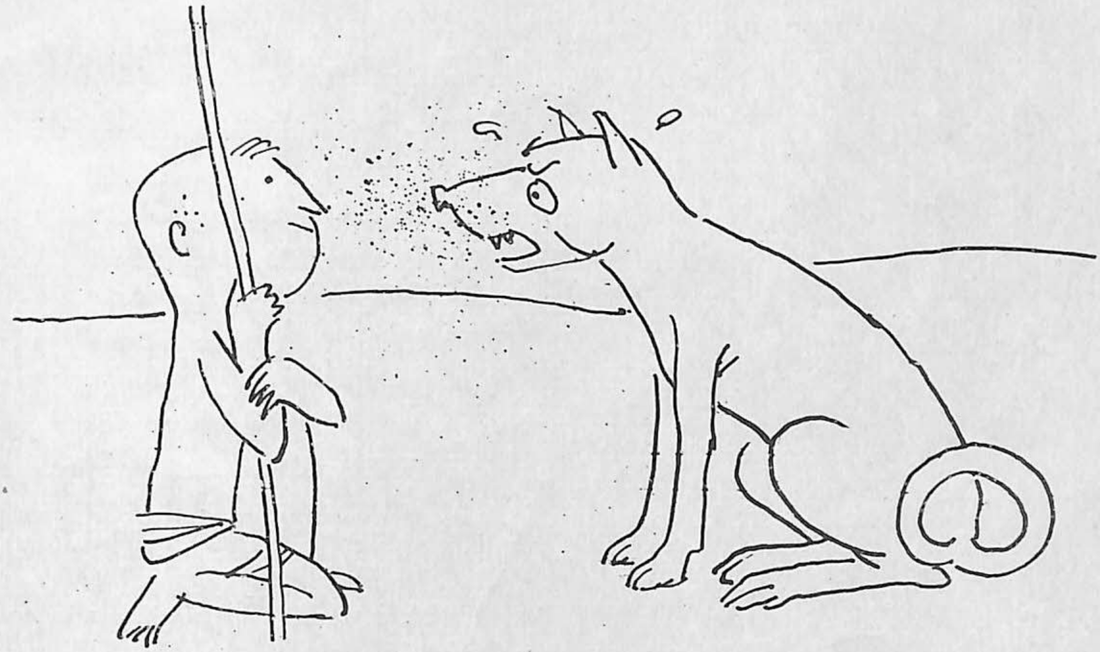
আঙুর ফল টক

'বড্ড যেন পাচ্ছে খিদে !'—
ভাবছিল এক খ্যাঁকশিয়ালে,
হঠাৎ দ্যাখে গুচ্ছ ভরা
ঝুলছে আঙুর উচ্চ ডালে ।
ভাবল শেয়াল—'দারুণ কপাল !
আজ উঠেছি মুখ দেখে কার ?
দেখছি এখন জিভের আগায়
সাজানো সব মিষ্টি খাবার !
আঙুর-মাচা একটু একটু উঁচু,
তা হোক, আমি লম্ফ দিয়ে
টপ্‌টপাটপ্ আঙুর খাব
মিষ্টি রসে বুক ভিজিয়ে'—

বলেই, দিল মস্ত সে লাফ
ধরতে আঙুর সেই উঁচুতে,
যেমনটি ফল রইল তেমন,
পারল না তার নাগাল ছুঁতে ।
আবার দিল 'হেঁই-হো' বলে
মস্ত সে লাফ, কিন্তু আঙুর
রইল ঝুলে, শেয়ালভায়ার
জিভের থেকে অনেকটা দূর ।

এমনি করে গণ্ডা-দশেক
লাফ দিয়ে যায় জিভ বেরিয়ে,
লজ্জা পেয়ে ল্যাজ ঢুকে যায়
ঠ্যাং দুখানার মধ্যে গিয়ে ।
নিজের মনে তখন শেয়াল
নিজেই বলে দুঃখে হেসে—
'আমি যেমন বোকা, তেমন
শাস্তি আমার জুটল শেষে ।
জগৎসুদ্ধু সবাই জানে
আঙুর খেতে বিচ্ছিরি টক ;
লোভের বশে ভুল করেছি—
যাহোক এবার মিটেছে শখ ।।'



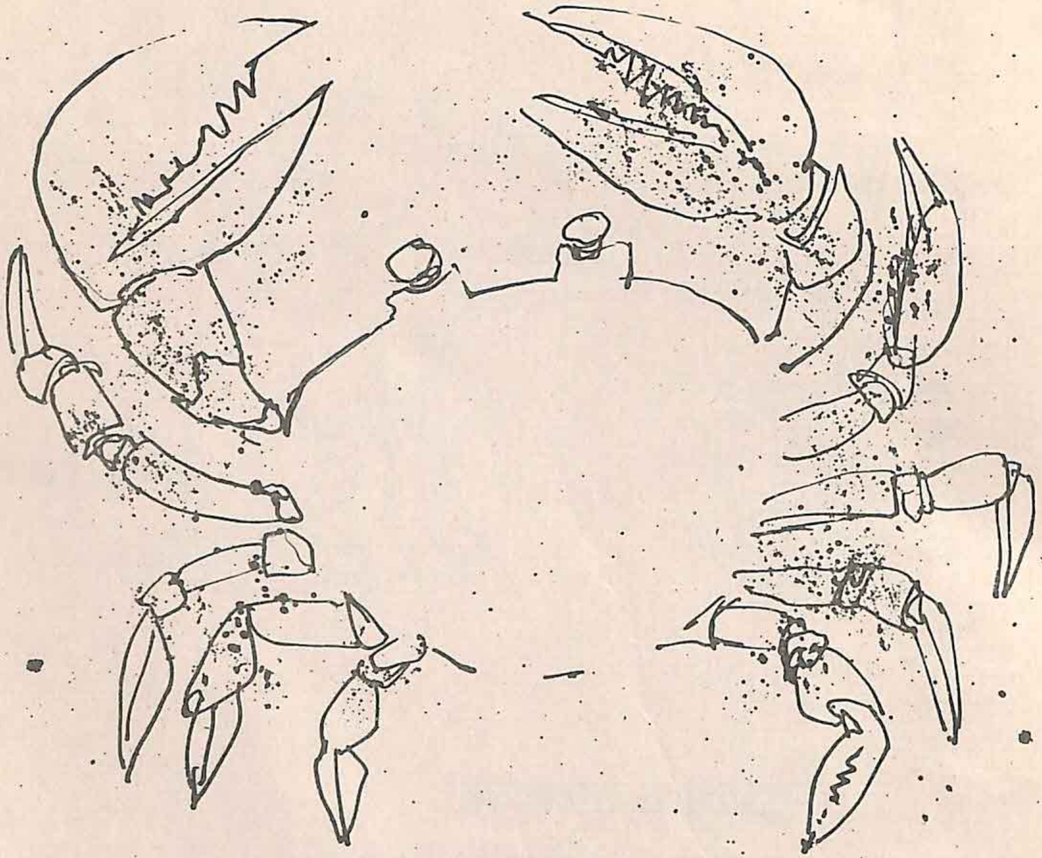


খরগোশ ও ডালকুত্তা

খরগোশ এক ঝোপঝাড়েতে লুকিয়ে ছিল মনের সুখে,
হঠাৎ কী তার ইচ্ছে হল বেরিয়ে এল মাঠের বুকে ।
অমনি তাকে যমের মতন ডালকুকুরে করলে তাড়া,
খরগোশ তো প্রাণ বাঁচাতে ছুটল বেগে আত্মহারা ।
এক নিমেষে মাঠের শেষে মিলিয়ে গেল হাওয়ার মতো,
ডালকুত্তা মাঠের ধারে হাঁপায় বসে লজ্জাহত ।

রাখাল ছেলে দেখছিল সব, উঠল এখন উচ্চ হেসে,
'কেমন, হেরে ভূত হলে তো ?' —ঠাট্টা করে কুকুরকে সে ।
'ওইটুকু একরত্তি প্রাণী তোমায় ফেলে দৌড়ে পালায় ।
আমি হলে দিতাম দড়ি গলায়, অপমানের জ্বালায় ।'

ডালকুত্তার রাগ হল না, রাখালকে সে বলল, 'তবে,
দুইজনে দৌড় দিলাম বটে, তফাত দুয়ের দেখতে হবে ।
ছুটছি আমি ধরতে খাবার, ও ছুটেছে প্রাণের দায়ে—
এ দৌড়ে কার জেতা উচিত, ভেবে তুমিই বলো না হে !'



কাঁকড়া-বুড়ি

জলার ধারে কাঁকড়াবুড়ির
ছিল যে ঘরকন্না,
ছেলেকে সে ডাকল হঠাৎ,
বলল, ‘খোকা, শোন্ না—
বিদঘুটে তোর হাঁটার ধরন,
বিচ্ছিরি তোর চালটা,
পারিস নে-কো চলতে সিধে,
চলিস উলটো-পালটা !
বাঁয়ে তাকাস নাক বরাবর,
পা চলে তো ডাইনে—
পারবি কবে হাঁটতে সোজা
তাই তো ভেবে পাইনে !’

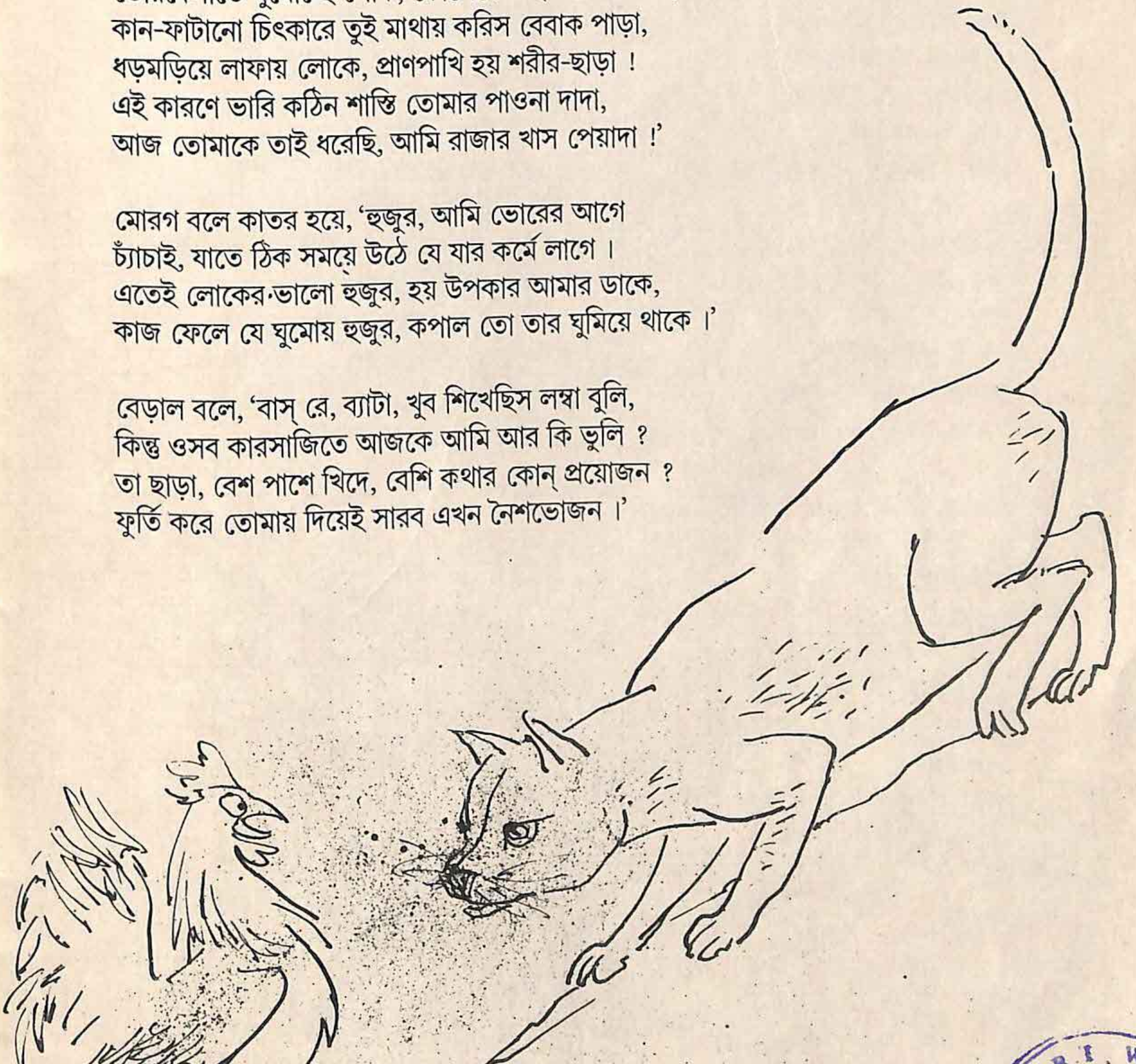
কাঁকড়া-ছেলে মুচকি হেসে
কাঁকড়া-মাকে বললে,—
‘বাঁকা আমার চলন, না-হয়
তুমিই সোজা চললে !
তুমিই আগে দাও শিখিয়ে
সিধে হাঁটার সূত্র,
নিজেই হাঁটো সোজা, তখন
হাঁটবে সোজা পুত্র ।’

বেড়াল আর মোরগ

যেই না ঘরের বাইরে গেছে মোরগটি এক সন্ধে রাতে,
বিচ্ছিরি এক ধুমসো বেড়াল কামড়ে ধরে তার গলাতে ।
চোখ পাকিয়ে ধমকে বলে, 'এ কী রে তোর বিশ্রী স্বভাব—
ভোরবেলাতে ঘুমোচ্ছে লোক, কোত্থেকে এই এলেন নবাব,
কান-ফাটানো চিৎকারে তুই মাথায় করিস বেবাক পাড়া,
ধড়মড়িয়ে লাফায় লোকে, প্রাণপাখি হয় শরীর-ছাড়া !
এই কারণে ভারি কঠিন শাস্তি তোমার পাওনা দাদা,
আজ তোমাকে তাই ধরেছি, আমি রাজার খাস পেয়াদা !'

মোরগ বলে কাতর হয়ে, 'হুজুর, আমি ভোরের আগে
চ্যাচাই, যাতে ঠিক সময়ে উঠে যে যার কর্মে লাগে ।
এতেই লোকের ভালো হুজুর, হয় উপকার আমার ডাকে,
কাজ ফেলে যে ঘুমোয় হুজুর, কপাল তো তার ঘুমিয়ে থাকে ।'

বেড়াল বলে, 'বাস্ রে, ব্যাটা, খুব শিখেছিস লম্বা বুলি,
কিন্তু ওসব কারসাজিতে আজকে আমি আর কি ভুলি ?
তা ছাড়া, বেশ পাশে খিদে, বেশি কথার কোন্ প্রয়োজন ?
ফুর্তি করে তোমায় দিয়েই সারব এখন নৈশভোজন ।'

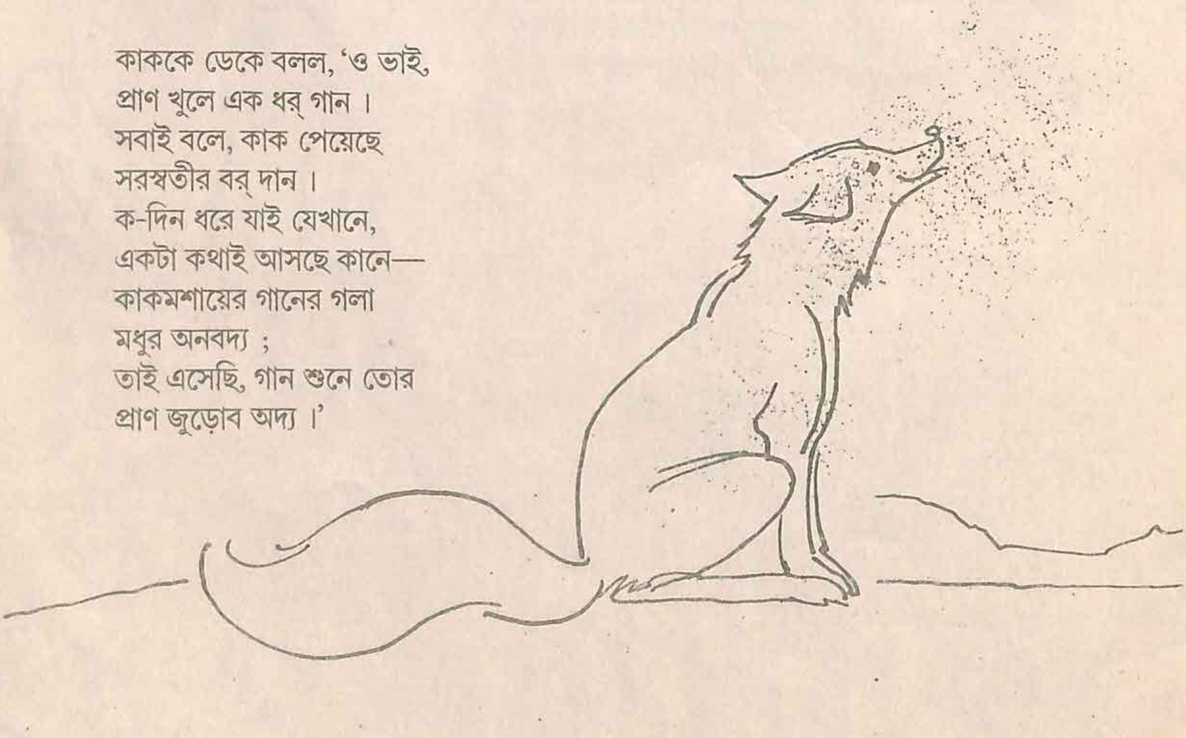


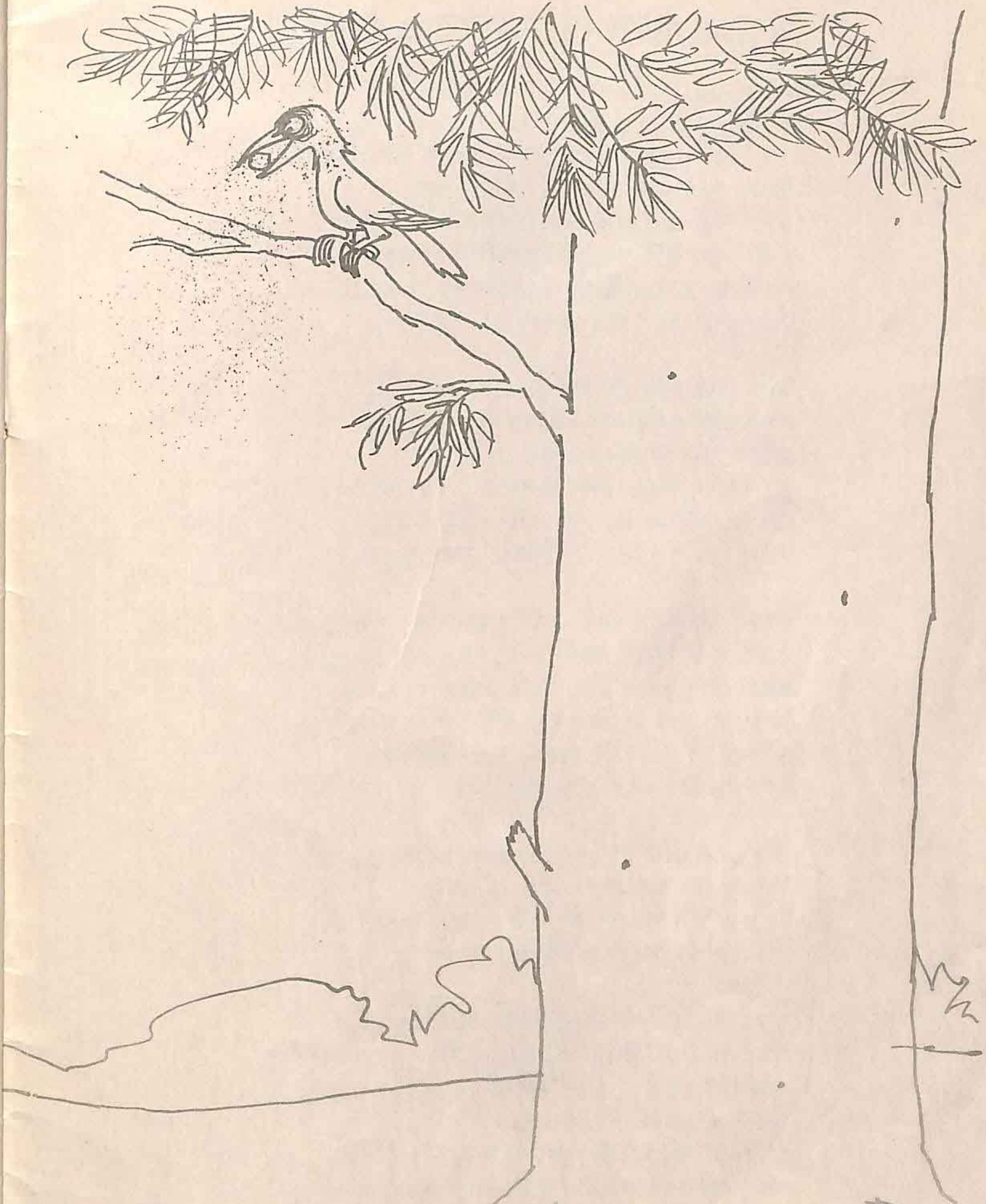
বোকা কাক

ময়রাদের ওই দোকান থেকে
ছোঁ মেরে এক সন্দেশ,
নেন তুলে এক কাক-মহাশয়,
তুষ্ট তিনি হন বেশ ।
বসেন গিয়ে গাছের ডালে,
তক্ষুনি এক খ্যাকশিয়ালে
রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে
ওইদিকে দেয় দৃষ্টি
ভাবল, 'আরে ! কাকের ঠোঁটে
মস্ত দেখি মিষ্টি !
দেখেই জিভে ঝরছে রে জল,
একটা কিছু করছি রে ছল,
মুখ থেকে ওর মিষ্টি পেড়ে
না যদি খাই আস্ত,
কেমন করে থাকবে টিকে
বলো তো এই স্বাস্থ্য ?'

কাককে ডেকে বলল, 'ও ভাই,
প্রাণ খুলে এক ধর্ গান ।
সবাই বলে, কাক পেয়েছে
সরস্বতীর বর্ দান ।
ক-দিন ধরে যাই যেখানে,
একটা কথাই আসছে কানে—
কাকমশায়ের গানের গলা
মধুর অনবদ্য ;
তাই এসেছি, গান শুনে তোর
প্রাণ জুড়োব অদ্য ।'

কাকটা ছিল নিরেট বোকা,
মিথ্যে কথায় ভুলল,
শেয়ালকে যেই গান শোনাতে
মুখখানা তার খুলল—
সুরটি ধরার আগেই দেখে
সন্দেশ তার মুখের থেকে
ফসকে গেল, ধরলে সেটা
শেয়ালভায়া নিম্নে,
বললে বুড়ো আঙুল তুলে,
'বুদ্ধু ! ঘোড়ার ডিম নে !
মিষ্টি খেতে ফন্দি আঁটি,
তোর কপালে কাঁচকলাটি—
মিথ্যে প্রশংসায় ভুলে তুই
হারালি তোর সন্দেশ ।
খাচ্ছি সেটা সুখে, এবার
যাচ্ছি রে আপন দেশ !'





নিজেও খাবে না, অন্যকেও দেবে না

শীত পড়েছে, ঠাণ্ডাতে খুব একটা কুকুর কাঁপছিল,
প্রাণ বাঁচাতে যা-হোক কোথাও পড়বে ঢুকে—ভাবছিল ;
হঠাৎ চোখে পড়ল তার এক গোরুর গোয়াল, তার ভেতর
মস্ত বড় গামলা মাটির, ঠাসা তাতে ভর্তি খড় ।
ফিরবে গোরু চাষ থেকে—তার রাত্রিবেলার ওই খাবার ;
ভাবল কুকুর, দিব্যি খড়ের বিছানা ভাই, চমৎকার ।
এক লাফে সে উঠল তাতে, শুকনো খড়ের দারুণ 'উম্'—
পড়ল শুয়ে আরাম করে, গোল হয়ে সে লাগায় ঘুম ।

ফিরল গোরু ক্লান্ত হয়ে, খিদেতে নেই মাথার ঠিক,
গামলা জুড়ে কুকুর শুয়ে—আঁধার দ্যাখে চতুর্দিক ।
মেজাজ গেল মাথায় চড়ে, কিন্তু তবু ধীর গলায়
কুকুরকে সে বললে, 'দাদা, খিদের চোটে প্রাণ যে যায় ।
চট করে তুই আয় তো নেমে, দিই দু-আঁটি খড় মুখে,
তারপরে তোর ইচ্ছে হলে গামলাতে ফের পড় ঢুকে ।

গোরুর কথা শুনল কুকুর, দেখল আধেক চোখ খুলে,
ভাবল, এ কী উটকো আপদ ! পাশ ফিরে শোয় হাই তুলে ।
আবার গোরু বলতে গেল, অমনি মেজাজ দ্যাখায় সে,
ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ আওয়াজ তুলে ওই গোরুকে খ্যাঁকায় সে ।
তারপরে সে যেমন ছিল তেমনি শুয়ে পড়ল ফের,
ভাবল, গোরু ভাগবে এবার, হল ব্যাটার শিক্ষা ঢের ।

কিন্তু গোরু চড়ায় গলা, বকতে থাকে কুকুরকে,
'তোকে এমন অসভ্যতা শেখাল বল্ কে মূর্খে ?
নিজে না খাস খড়, তবু তুই দিবিনে আমায় খেতে,
এমনধারা জুলুমবাজি দেখিনি সাত জন্মেতে ।

কুকুর তবু উঠবে না ওই গামলা থেকে, ভাবছে সে—
হুমকি শুনে গো-বেচারা পড়বে ভেগে ঠিক শেষে ।
ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ আওয়াজ গেল চাষীর কানে, হট্টগোল
শুনেই এল ডাণ্ডা নিয়ে, বুঝল ব্যাপার নয় সরল ।
চোখ বুজে ওই চ্যাঁচায় কুকুর, পড়ল ঘাড়ে ডাণ্ডা তার,
'ঘ্যাক্' করে এক আওয়াজ তুলে একলাফে হয় পগার পার ।

